দৈনিক সংবাদ

021

তারিখ 2.5 FEB 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 6

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

বিশেষ মহলকে খুশী করার জন্য সোয়া চার লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

চট্টগ্রাম, ২০শে ফেব্রুয়ারী।- ছাত্র-ছাত্রীর স্বল্পতার কারণে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এখনও থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। এদিকে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দ্বিতীয় দিনেও যখনও ৮০% ছাত্র হলগুলোতে ফিরে আসেনি উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী মাত্র কয়েক ঘন্টার নোটিশে সিণ্ডিকেটের এক জরুরী সভা ডেকে ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রদের জন্য সোয়া চার লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে বরাদ্দ করার সিদ্ধান্ত নেন। সিণ্ডিকেটের মোট ষোলজন সদস্যের মধ্যে মাত্র তিনজন ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

জানাযায় যে,ঐ সময় পর্যন্ত হলে ফিরে আসা ছাত্রদের ৯০ শতাংশ ছিল একটি বিশেষ ছাত্র সংগঠনের সদস্য এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সঠিকভাবে নিরূপণ করার আগেই শুধু ওদের খুশী করার জন্যই

(শেষ পৃ: ৩-এর ক: দ্র:)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পাতার পর)

তড়িঘড়ি করে এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর পেছনে হল সমূহের অপরিবর্তিত এবং পক্ষপাতদুষ্ট প্রশাসনের প্রভাবও রয়েছে বলে জানা যায়। তাছাড়া দীর্ঘদিন ধরে গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রাপ্ত ও সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত কিছু ছাত্রও এদের মধ্যে রয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় খোলার এক মাসের মধ্যে ক্যাম্পাসে সমাবেশ, মিছিল ইত্যাদি নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশ এরা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রথম দিন অর্থাৎ ১৭ই ফেব্রুয়ারী লংঘন করলেও কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে নীরব।

একজন সিণ্ডিকেট সদস্য দুঃখ করে জানান যে, দীর্ঘ চারমাস পর বিশ্ববিদ্যালয় খুললেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, ছাত্র শিবির ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক মহলের একটি অংশের যোগসাজশ, বিশেষ করে ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় কোন্দলের ফলে এবারও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী শান্তি ফিরে আসার সম্ভাবনা ক্ষীণ। সিণ্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর সকল ছাত্র সংগঠনের শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের লক্ষ্যে হলে সিট পুনঃ বন্টনসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা নেয়ার কথা ছিল, কিন্তু দেখা গেল খোলার তিনচার দিন আগে কয়েকজন ছাত্রের বিরুদ্ধে হঠাৎ গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা থেকে বিরত করা হয় এবং ছাত্র শিবিরকে ক্যাম্পাসে পুনরায় কর্তৃত্ব স্থাপন করার সুযোগ করে দেয়া হয়।

ঐ সিণ্ডিকেট সদস্যের মতে, সবচেয়ে মর্মান্তিক ব্যাপার হলো স্বাধীনতা বিরোধীদের আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে এক হাত ও একটি চোখ হারানো একজন পঙ্গু ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করা। '৮৬ সালের ২৬শে নভেম্বরের নৃশংস ঘটনার জন্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানাপ্রাপ্ত ও থানা কর্তৃক চার্জশীটকৃত দশজন ছাত্র গত বৎসরাধিককাল ধরে ক্যাম্পাসে ও বাইরে সন্ত্রাস চালিয়ে গেলেও তাদের বিরুদ্ধে আইন শৃংখলা কর্তৃপক্ষ কোন কার্যকর ব্যবস্থা না নিয়ে ঐ ঘটনায় আক্রান্ত ও আহতদের বিরুদ্ধে হঠাৎ ওয়ারেন্ট জারি ও তাদের বাড়ী-ঘরে বেপরোয়া তল্লাশি চালানোতে সাধারণ ছাত্রমহলে যথেষ্ট ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা যায়।